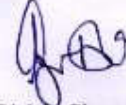


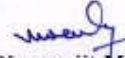
Date: 27.02.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ananda Bazar Patrika' a Bengali daily dated 25.02.2017, captioned '১৮ হাজারের ওয়ুধ, প্রশ্নের মুখে বিল নামল পাঁচ হাজারে'

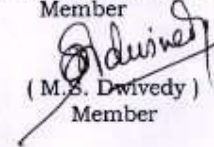
Investigating Wing of the Commission is directed to probe into the matter in order to find out whether the hospital is pursuing any unfair practice, if so, particulars thereof. Report by 28th March, 2017.



(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson



(Napanarajit Mukherjee)
Member



(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 27.02. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

DD

babu

১৮ হাজারের ওষুধ, প্রশ্নের মুখে বিল নামল পাঁচ হাজারে

সোম্য মুখোপাধ্যায়

অভিযুক্ত কিংবা অভিযুক্ত নয়। রোগী ছিলেন দুই শতাধিক। যারা সেখানে মার ১০ থেকে তার ওষুধের বিল দাঁড়ায় ১৭ হাজার ৮৬৫ টাকা। এর মধ্যে এত ওষুধ ঠিক কী কারণে মারশ, রোগীর বাড়ির সোকে সেই ঘাণা চাইলে অভিযুক্ত হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ ১২ হাজার ৩২০ টাকার ওষুধ বিক্রয় করে দেন। অন্যভাবে সিএমআরআই হাসপাতাল। মার দিন কয়েক আগে চিকিৎসার অপ্রয়োজন্য এক অসুস্থের মৃত্যুকে সোজা করে যে হাসপাতালে জনন আচরণ, এমনকী পরিদেবতা বা হয়ে দিয়েছিল।

রোগীর বাড়ির সোকেও শুনোর এ হাসপাতাল স্বাস্থ্য জননে দিখিত অভিযোগ করেছেন। উত্তর প্রশ্ন, সার্বিকি জননে 'অন্যায়' বিল নিয়ে এত নাড়াচাড়াতে পারেও হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ এমনটা করলেন কী ভাবে? তা হলে কি সার্বিকি স্থিতিস্থাপককে সেরে ওখার কথা হিসেবেই মনে করছে একাধিক হাসপাতাল?

যুববার টাইম হলে মুখোপাধ্যায় মমতা মুখোপাধ্যায় এখন বিচার বেসরকারি হাসপাতালের কর্মীদের ওকালত নিয়ে বিলা বাতালার প্রকৃষ্ণা বা কাম নির্দেশ দিচ্ছেন, ঘটনাক্রমে ঠিক তখনই ওই রোগীর তাহ থেকে ওষুধ বাসন অভিযুক্ত টাকা আদায় করার ক্ষেত্র অভিযোগে উত্তর হয়ে উঠেছিল সিএমআরআই হাসপাতাল। হাসপাতালের নিম্নপলনে হুজির একাধিক রোগীর বাড়ির সোকে সেই হলম তুলে চিকিৎসা করতে থাকেন। বেশ উত্তেজনার পরিষ্কারি হয়েছিল। এরই মধ্যে অভিযুক্ত বিল ফলানো হয়। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিলটি নিয়ে খাতা তফস্বরের দারস্থ হল ওই রোগীর পরিবার। তারপর হয়, এ আইই কি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে বাতালার ইতে থেকে হয়ে রোগীসেবা যদি তারা বিলকে চালায় না করতেন, তা হলে তো অন্যায় করে বাড়তি টাকাই আদায় করা

হত তাঁদের কথ থেকে। বেসরকারি হাসপাতালগুলি কি তা হলে একটাই বেসরকারি যে, সেম মুখোপাধ্যায় নির্দেশকের তারা গ্রাহ্য করছে না।

দিন কয়েক আগেই সিএমআরআই হাসপাতালে এক রোগীশীর মৃত্যুকে সোজা করে প্রবল আচরণ হয়। পরিষ্কারি এমনই দাঁড়ায় যে, ইমার্জেন্সি-সহ হাসপাতালের একাধিক বিলাক স্বত্ব স্বত্বেরে বাধ্য হল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ ছিল, যদি মতো টাকা দিতে না পারায় ওকালত অনুগ্রহ ওই অসুস্থের চিকিৎসাই শুরু করেনি হাসপাতাল। তার মেয়েই মারা খান তিনি। হাসপাতালে মুকে আচরণ ও কর্মীদের আচরণের ঘটনা যে

নেওয়া হয়। রাজস্বদুর শরিবাসনে পরি, সেই মাকে তারা এখন ঠিক উঠিয়েছেন, তখন হাসপাতাল থেকে কেন্দ্র করে জনানো হয়, স্বত্ব পরীক্ষার বিসেপটি ভাল না। অবিলম্বে তাঁকে আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। এর পরে ১২ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। স্বত্ব থেকেকপিকার হার স্বত্ব করতিনি। কিন্তু স্বত্বদার উঠেন চিহ্নিত করা যাবনি। এ বিসে হুসক ৩৬ হাজার টাকা বিল হয়। রাজস্বদুর পরে কৌশিক মাস আনান, বিএম বিল্যা কর্তৃপক্ষ স্বত্বের বসেন, শুননে মেডিসিনের আভার নেই। তাই সিএমআরআই-তে স্থানান্তরিত করা দরকার। সেই অসুস্থের মমতাবার

সিএমআরআই

সমর্থনযোগ্য নয়, সব মনুল তা স্বীকার করে নিলেও টাকা না মেটানোর চিকিৎসা শুরু না করার অভিযোগটিও নিকৃত হয়। সিএমআরআই-এর এক অসুস্থ চিকিৎসক বলেন, "রোগীদের সব ডেয়ে বেশি সোজা এবং অবিখ্যাসের সহস্বেরি বিলাক এই আনমা। অথচ, বেশির ভাগ কেডেই যমামের কিছু করার থাকে না। সে হিসেবে ঘটনা এবং তার মেয়ে সার্বিকি তৎপরতা শুরু হতে ভেবেছিলাম, পরিস্থিতি কিছুটা বদলাবে। কিন্তু বেশ বিল নিয়ে এমন স্বত্বিয়েল ওঠার হতান সাজে।"

কেডেইয়ের মাথাভাঙার বাসিন্দা, ৩৮ বছরের রাহমত হাস পত মামের শেষে বাইপাস সার্জারি পরিবেশিলেন বি এন বিদ্যা হাট ইন্সটিটিউট। হুগল-৩৪ হাজার টাকার মতো স্বত্ব হয়। হাসপাতাল থেকে দুটি পেরে দিন কয়েক কলকাতাতেই ছিলেন। এক সপ্তাহ পরে হাসপাতালে এখন কো-আপের মতো বাস, তখন চিকিৎসকেরা তাঁকে মাথাভাঙার চিরে বাতালার অনুষ্ঠি সেন। স্বত্বদার আগে হাসপাতালে রক্তের একটি পরীক্ষার জন্য নমুনা

রাতে সিএমআরআই-তে স্থানান্তরিত করা হয় রাহমতকে। সেখানে এক রাতে বিল হয় ২১ হাজার ৮০০ টাকা। এ ছাড়া তারির সময়ে আরও ১০ হাজার টাকা সেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, "অভিযুক্ত বা অভিযুক্ত-তে রাখা হলনি। তা-ও এই বিসুল বিল। এর মধ্যে ১৭,৮৬৫ টাকা ওষুধের। কী ভাবে এক হাতে এত টাকার ওষুধ ব্যবহার হতে পারে এক জন রোগীর ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলি আমরা। আর তার পরেই হাসপাতালের অফিসে জনানো হয়, ১২ হাজার ৩২০ টাকার ওষুধ ব্যবহারই হলনি। এটা 'বিলাক' হবে। ধার্মেদিটার-ও বিলাক হয়েছে।"

সিএমআরআই কর্তৃপক্ষ ফলশ্রাবি করেছেন, সব ওষুধ সেনা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী বিল হয়। তার পরে বাত্ব সেই পরে রোগীকে বাড়িরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে যে ওষুধগুলি জারেনি, তা তারা নিজেসই বিলাক করেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়।

কিন্তু তা-ই খনি বেন, তা হলে তারা সেনা রোগীর চিকিৎসারের সময়ে পুরো টাকটাই ত্বরি করেছিলেন। সেই গ্রাফেন কেবলও উত্তর পারদা যা২নি।



১৮ হাজারের ওষুধ, প্রশ্নের মুখে বিল নামল পাঁচ হাজারে

অভিযুক্ত কিংবা অভিযুক্ত নয়। রোগী ছিলেন দুই শতাধিক। যারা সেখানে মার ১০ থেকে তার ওষুধের বিল দাঁড়ায় ১৭ হাজার ৮৬৫ টাকা। এর মধ্যে এত ওষুধ ঠিক কী কারণে মারশ, রোগীর বাড়ির সোকে সেই ঘাণা চাইলে অভিযুক্ত হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ ১২ হাজার ৩২০ টাকার ওষুধ বিক্রয় করে দেন। অন্যভাবে সিএমআরআই হাসপাতাল। মার দিন কয়েক আগে চিকিৎসার অপ্রয়োজন্য এক অসুস্থের মৃত্যুকে সোজা করে যে হাসপাতালে জনন আচরণ, এমনকী পরিদেবতা বা হয়ে দিয়েছিল।



১৮ হাজারের ওষুধ, প্রশ্নের মুখে বিল নামল পাঁচ হাজারে

সিএমআরআই-তে স্থানান্তরিত করা হয় রাহমতকে। সেখানে এক রাতে বিল হয় ২১ হাজার ৮০০ টাকা। এ ছাড়া তারির সময়ে আরও ১০ হাজার টাকা সেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, "অভিযুক্ত বা অভিযুক্ত-তে রাখা হলনি। তা-ও এই বিসুল বিল। এর মধ্যে ১৭,৮৬৫ টাকা ওষুধের। কী ভাবে এক হাতে এত টাকার ওষুধ ব্যবহার হতে পারে এক জন রোগীর ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলি আমরা। আর তার পরেই হাসপাতালের অফিসে জনানো হয়, ১২ হাজার ৩২০ টাকার ওষুধ ব্যবহারই হলনি। এটা 'বিলাক' হবে। ধার্মেদিটার-ও বিলাক হয়েছে।"